দৈনিক সংবাদ

তারিখ 22.SEP 1988
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ খুলবে কবে ?

গত ৩১শে মে থেকে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ বন্ধ রয়েছে। বন্ধ হওয়ার কারণ ছিল কলেজের প্রায় সকল শিক্ষকের সম্মুখে প্রকাশ্য দিবালোকে কিছু সংখ্যক দুষ্কৃতকারীর হাতে জামিল আক্তার রতন নামে ৫ম বর্ষের একজন ছাত্র খুন হওয়া। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ পর্যন্ত সাড়ে তিন মাসেরও অধিক সময় অতিক্রান্ত হলেও কলেজ কর্তৃপক্ষ কিংবা স্থানীয় প্রশাসন সেই সমস্ত মুখচেনা দুষ্কৃতকারীর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেননি। বরং হঠকারীমূলক কিছু অজুহাত দেখিয়ে মাসের পর মাস কলেজ বন্ধ রেখে এই কলেজের সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষাজীবন ধ্বংসের হাতে ঠেলে দিচ্ছেন। বেশ কিছুদিন থেকে আমরা বিভিন্নভাবে কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে অবিলম্বে কলেজ খুলে দিয়ে ও প্রকৃত দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে কলেজে পড়াশোনা ও পরীক্ষা শুরু করার জন্য আবেদন জানাই। তা সত্ত্বেও প্রতিবারেই কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন খোঁড়া যুক্তি দেখিয়ে নিজেদের দায়িত্ব এড়িয়ে যাচ্ছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ বন্ধ থাকার কারণে রংপুর মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরাও পরীক্ষা দিতে পারছে না যে পরীক্ষা গত মে মাসেই অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। ফলে এই মেডিক্যাল কলেজের ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম বর্ষের প্রায় দেড় হাজার ছাত্র-ছাত্রী মানসিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন। সাথে সাথে দরিদ্র অভিভাবকরাও হচ্ছেন আর্থিক ক্ষতির শিকার। সেই সাথে গত বছরে এই কলেজে ভর্তিকৃত ১ম বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীরা মাত্র ৩ দিন ক্লাস করার পরে কলেজ বন্ধ হয়ে যায়। অথচ আবার নতুন ব্যাচের ভর্তির সময় হয়ে আসায় দেখা দেবে মারাত্মক সেশন জট। বর্তমানেই কলেজে ২ ব্যাচ ২য় বর্ষে থাকায় তাদের পড়াশোনার বেশ ক্ষতি হচ্ছিল। অন্যদিকে যথাসময়ে পরীক্ষা না হওয়ায় বর্তমানের নিয়মিত শেষ বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীরা পাস করে ডাক্তার হতে পারেনি বিধায় আগামী ২৩শে সেপ্টেম্বর থেকে হাসপাতালে দেখা দেবে ইন্টার্নী ডাক্তার সংকট। ফলে হাসপাতালে চিকিৎসা ব্যবস্থা দারুণভাবে বিঘ্নিত হবে। তবুও কলেজ কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কোন কিছুতেই টনক নড়ছে না।

এমতাবস্থায় আমরা সকল সচেতন দেশবাসীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যেন তারা যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বর্তমানে অধ্যয়নরত সকল ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষাজীবন ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসেন।

শেষ বর্ষের জনৈক পরীক্ষার্থী
রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ।

আসন্ন ল' পরীক্ষা পিছানোর আবেদন

আমরা ১৯৮৬-৮৭ শিক্ষাবর্ষের ল' পরীক্ষার্থী। আমাদের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের ফাইনাল পরীক্ষা আগামী ১০-১০-১৯৮৮ এবং ১১-১০-১৯৮৮ তারিখ থেকে শুরু হওয়ার কথা। কিন্তু আজ পর্যন্ত আমরা আমাদের পরীক্ষার কোন সময়সূচী হাতে পাইনি।

বর্তমানে বাংলাদেশ বন্যার কারণে দুর্যোগময় সময় অতিক্রম করছে। এই স্মরণাতীতকালের ভয়াবহ বন্যার কারণে আমাদের জনজীবন আজ বিপর্যস্ত যা বলার অপেক্ষা রাখে না। আমরা সকলে বাধ্য হয়েছি ঘরে। চালে কিংবা ত্রাণশিবিরে আশ্রয় নিতে। এই ভয়াবহ বন্যার ধ্বংসলীলার পরে আমাদের স্বাভাবিক জীবন ফিরে আসতে বেশ কিছু সময় লাগবে।

সুতরাং, বর্তমানে দেশের বিরাজমান পরিস্থিতিতে আমাদের পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব নয় আসন্ন ল' পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা।

তাই আমাদের সকলের মঙ্গলের কথা চিন্তা করে পরীক্ষা নিরঙ্কুশ, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট আমাদের আবেদন অন্য সকল পরীক্ষার ন্যায় আসন্ন ল' পরীক্ষার তারিখ কমপক্ষে ২ মাস পিছিয়ে দেয়া হোক।

১৯৮৬-৮৭ সেশনের ল' পরীক্ষার্থীদের পক্ষে—
সৈয়দ ইকবাল সোহেল,
মো: আলাউদ্দীন মিয়া,
শ্রী শ্যামল কুমার রায়,
ডঃ আলিম আল-রাজি
ল' কলেজ—ঢাকা।

বন্যাকবলিত সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষকদের বেতন বন্ধ প্রসঙ্গে—

নবাবগঞ্জ জেলাধীন শিবগঞ্জ উপজেলা আজ বন্যার কবলে নিমজ্জিত। জনজীবন আজ অচল। মানুষ মাথা গোজার ঠাঁই খুঁজে বেড়াচ্ছে পথে পথে। অত্র উপজেলায় অবস্থিত দু'টি সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেমন আদিনা ফজলুল হক সরকারী কলেজ, যা সম্পূর্ণ জলমগ্ন অবস্থায় রয়েছে এবং শিবগঞ্জ সরকারী মডেল হাইস্কুল যা আংশিক জলমগ্ন অবস্থায় রয়েছে, এর শিক্ষক, কর্মচারী ও পিয়নরা জাতীয়করণের পর হতে নিয়মিতভাবে বেতনও ভাতাদি পেয়ে আসছেন রিটেনশন ও অর্ডার পরপর এসেছে তবে অনেক দেরীতে। তাহলেও বেতন ও ভাতাদি নিয়মিতভাবে পেয়ে আসছে। আদিনা ফজলুল হক সরকারী কলেজের মে মাস পর্যন্ত 'আদেশ' থাকলেও পরবর্তী দু'মাসের বেতন ও ভাতাদি দেয়া হয়েছে অথচ গত মাসের বেতন হঠাৎ রিটেনশন-এর অজুহাতে বন্ধ করে দেয়া হয়। প্রকাশ থাকে যে, অতীতেও বছরের অধিককাল ধরে বিনা রিটেনশন অর্ডারে বেতন ও ভাতাদি দেয়া হয়েছে অথচ হঠাৎ যখন মানুষ বন্যায় ভেসে গেছে এমন এক অন্তিম মুহূর্তে বেতন বন্ধ করার মানসিকতা নিতান্তই অমানবিক।

প্রকাশ থাকে যে, উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তাগণের অনুরোধকেও উপেক্ষা করা হচ্ছে।

অতএব, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতি সবিনয় নিবেদন, আমাদের এই ভয়াবহ বন্যাকবলিত এলাকায় অবস্থিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সকল শিক্ষক, কর্মচারী ও পিয়নদের বেতন ও ভাতাদি অনতিবিলম্বে, প্রদান করার নির্দেশ দেয়া হোক।

এম, এ রশিদ, প্রভাষক,
আদিনা ফজলুল হক সরকারী কলেজ, শিবগঞ্জ, নবাবগঞ্জ।